যুগান্তর

তারিখ ... 23 MAR 2009
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ...

মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা ব্যবস্থা সংস্কারে মহাপরিকল্পনা নিয়েছে সরকার

যুগান্তর রিপোর্ট

মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা ব্যবস্থা ও প্রশাসন সংস্কারের মহাপরিকল্পনা নিয়েছে সরকার। এর মধ্যে একই প্রশ্নপত্রে স্কুল, মাদ্রাসা ও কারিগরি বোর্ডের পরীক্ষা গ্রহণ, এমপিও'র (সরকারি আর্থিক সহায়তা) পরিবর্তে ছাত্রছাত্রীসংখ্যা এবং তাদের পাস করানোর ভিত্তিতে সরকারি মঞ্জুরি প্রদান; পাঠ্যসূচি সংশোধন ও একীভূত করা, এনসিটিবি পুনর্গঠন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি প্রদানের ক্ষেত্রে নতুন স্বাধীন সংস্থা প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি রয়েছে। সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে, এ ব্যাপারে বাস্তবভিত্তিক পরামর্শের জন্য সরকারের শিক্ষা প্রশাসনের বিভিন্ন দফতরে দেয়া হয়েছে পত্র। তিনদিনের মধ্যে সরকার একটি বিস্তারিত প্রস্তাবনা ও কর্মসূচি চেয়েছে সংশ্লিষ্টদের কাছে। মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বশীল সূত্র জানিয়েছে, এই পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য হল মাধ্যমিক শিক্ষার সার্বিক মান উন্নয়ন, আধুনিকায়ন ও শক্তিশালী করা। সূত্র জানায়, এই পরিকল্পনা বাস্তবায়ন হলে মাধ্যমিক স্তরের সব ধরনের শিক্ষা একীভূত হবে। একই পাঠ্যপুস্তকে লেখাপড়া হবে। এমপিও শিক্ষকপ্রতি নয়, ছাত্রপ্রতি দেয়া হবে। অর্থাৎ, যে স্কুলে যতজন শিক্ষার্থী, মাথাপিছু হিসাবে তত টাকা দেয়া হবে। এর ফলে যে স্কুলে বেশি ছাত্র, তারা বেশি টাকা পাবে। আবার এই টাকার যাতে সদ্ব্যবহার হয়, সেজন্য শিক্ষার্থী পাস-ফেলের ওপর অর্থ বরাদ্দ কমবে— বাড়বে। এর ফলে ডুঁইফোড় আর ভুয়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা কমবে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা। প্রস্তাবনা অনুযায়ী সমান্তরালে অন্যান্য সেক্টরেও সংস্কার হবে। জানা গেছে, পরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সরকার একটি প্রকল্প গ্রহণ করেছে। 'এডুকেশন সেক্টর ডেভেলপমেন্ট সাপোর্ট ক্রেডিটস' শীর্ষক ওই প্রকল্পটি মূলত বিশ্বব্যাংক গ্রুপের অঙ্গসংস্থা আইডিএ'র (ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি) মহাপরিকল্পনা : পৃষ্ঠা ২ : কলাম ৫

মহাপরিকল্পনা : শিক্ষা ব্য

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

পরামর্শে গ্রহণ করা হয়। আইডিএ ২০০৭ সাল থেকে এ ব্যাপারে সরক সঙ্গে কাজ করছে। সে অনুযায়ী বছরের ১৬ মে সরক নীতিনির্ধারকদের সঙ্গে আই কর্মকর্তাদের বৈঠকও হয়। পরবর্তীতে মার্চ আইডিএ'র সুপারভিশন মিশন সচিবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে শিক্ষার সেক্টরের প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের কার্যক্রমের অগ্রগতির খোঁজখবর এরই পরিপ্রেক্ষিতে ১৯ মার্চ মন্ত্রণালয় থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতর (মাউশি), জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি (নায়েম), জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসি) এবং দেশের সব শিক্ষা বোর্ডকে তাদের মতামত ও পরামর্শ পাঠানোর নির্দেশ দিয়ে একটি জরুরি বার্তা পাঠিয়েছে। তাতে উপরোক্ত বিষয়ে তাদের প্রস্তাবনা ও মতামত মন্ত্রণালয়ের চিঠি পাওয়ার তিনদিনের মধ্যেই প্রেরণের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। এ ব্যাপারে পত্রে বলা হয়েছে, মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা খাতের উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকারের ১২টি চিহ্নিত ক্ষেত্রসহ শিক্ষা খাতের বিদ্যমান প্রেক্ষাপট বিবেচনায় আরও গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু, প্রস্তাবনা বা কর্মসূচি গ্রহণ করা যায় কিনা সে ব্যাপারে মতামত প্রেরণ করতে হবে। সূত্র জানায়, এসব কার্যক্রম সম্পন্নে বিশ্বব্যাংকের অঙ্গসংগঠন ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি (আইডিএ) এ ব্যাপারে অর্থায়নে আগ্রহ প্রকাশ করেছে।